৮.১.৩ তথ্যের অধিকার

স্বচ্ছ প্রশাসন সুশাসনের অন্যতম শর্ত ; জনগণকে প্রশাসনের কর্মযজ্ঞে শামিল করতে হলে সরকারের যাবতীয় কার্যাবলি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জনগণের কাছ পৌঁছোনো আবশ্যক। বিশ্বব্যাংক ১৯৯২ সালে 'Governance and Development' নামক প্রবন্ধে উন্মুক্ত, স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ প্রশাসনের অন্যতম শর্ত হিসেবে নাগরিকের তথ্যের অধিকারের ওপর গুরুত্ব দেয়। বিশ্বায়ন ও উদারীকরণ, স্বাভাবিক নিয়মেই সরকারি কার্য সম্পাদনে স্বচ্ছতা দাবি করে। নাগরিক থেকে সুবিধাভোগী, রাষ্ট্রকৃত্যক থেকে ব্যবসায়ী প্রত্যেকেই সরকারি প্রশাসনের কাছে তার কাজ, কর্মপদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যের স্বচ্ছ সঞ্চালন প্রত্যাশা করে। উপরন্তু বিশ্বায়নের প্রভাব রাষ্ট্রকে যেভাবে অর্থনৈতিক সংগঠন ও ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক মানুষে রূপান্তরিত করেছে, তার দরুন স্থানীয় মানুষের সক্রিয়তা ও সচলতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সম্ভাবনার মূল ভিত হল সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন এবং দুর্নীতিমুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ ও প্রশাসন। প্রশাসন যদি নিজেকে নাগরিককেন্দ্রিক করে তোলে, সাধারণ মানুষের চাহিদা, সমস্যা বা অভিযোগের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলে, তাহলে স্থানীয় উন্নয়নে মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে, এর ফলে দুর্নীতির সম্ভাবনা কমবে, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। এই সকল বিষয় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তথ্যের স্বতঃস্ফূর্ত সঞ্চালন প্রয়োজন, যা ব্যক্তি ও সংগঠনকে সচেতন, সজাগ ও দায়িত্বশীল করবে। তৃণমূলস্তর পর্যন্ত গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ ও অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র ও অংশগ্রহণমূলক পরিচালনের বাস্তবায়ন নির্ভর করে তথ্যের স্বচ্ছ সঞ্চালনের ওপরে। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১৮৯টি দেশ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আহ্বানে একটি মিলেনিয়াম সম্মেলনে উপস্থিত হয়। এই সম্মেলনে যে 'Millennium Development Goals' গৃহীত হয়, তার মুখ্য বিষয়গুলি হল—'decent jobs', 'education' and 'control corruption। এগুলি সুনিশ্চিত করার জন্য দায়বদ্ধ প্রশাসন, বিশেষত দায়িত্বশীল স্থানীয় প্রশাসন প্রয়োজন ; দায়বদ্ধ

প্রশাসন গড়ে তুলতে হলে স্বচ্ছতা ও সঠিক তথ্যের সঞ্চালনকে আবশ্যিক শর্ত বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। ২০০৩ সালে মানবোন্নয়ন প্রতিবেদনে 'Millennium Development Goals'-এর লক্ষ্য পূরণের জন্য গৃহীত কর্মসূচির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পুরসমাজের ওপরেই বর্তায় বলে বিবেচনা করা হয়। সঠিক তথ্য সম্বন্ধে অবহিত না হলে পুরসমাজের পক্ষে সঠিকভাবে এই দায়িত্বপালন সম্ভব নয়।

৮.১.৩.১ ভারতে তথ্যের অধিকার

কানাডা, মালয়েশিয়া, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের নাগরিকগণ এই অধিকার লাভ করেছে। ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে তথ্যের অধিকারের ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

সুপ্রিমকোর্টের বিচারক Justice Mathew বলেন যে, "In a government of responsibility like ours, where all agents of public must be responsible for their conducts there can be but few secrets" এই মামলায় 'জানবার অধিকার'কে বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের প্রসারিত অবস্থান বলে উল্লেখ করা হয়। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাকে এভাবেই বিচারবিভাগ স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং এই মুদ্রাযন্ত্র সঠিক তথ্যের ভিত্তিতেই নিজের দায়িত্বপালন করতে পারে। ১৯৭৫ সালে UP vs Rajasthan মামলায় বলা হয় যে ১৯(১)(ক) ধারায় বর্ণিত বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও ২১ নং ধারায় বর্ণিত জীবন ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অধিকারের সঙ্গে তথ্যের অধিকারটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ১৯৮২ সালে S. P. Gupta vs. Union of India মামলার এই বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করা হয়। ইতিমধ্যে মানবাধিকার সংগঠনগুলি ও বহু আন্তর্জাতিক অসরকারি সংগঠন তথ্যের অধিকারের দাবি করতে থাকে। The National Campaign for People's Right to Information (NCPRI), যা ১৯৯৬ সালে সমাজসেবক, সাংবাদিক, উকিল, অন্য পেশার ব্যক্তিগণ, অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রকৃত্যক, শিক্ষাবিদ প্রমুখকে নিয়ে গঠিত হয়, দুর্নীতি দমনের হাতিয়ার হিসেবে তথ্যের অধিকারের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয় এবং এই অধিকারকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দেওয়ার কথা বলে। NCPRI এবং ভারতীয় প্রেস কাউন্সিল তথ্যের অধিকারের একটি খসড়া প্রস্তুত করে ভারত সরকারের কাছে প্রেরণ করে, যাতে সরকার তথ্যের অধিকারকে আইনের স্বীকৃতি দেয়।

তথ্যের অধিকার প্রাপ্তির আন্দোলন শুরু হয়েছিল তৃণমূল স্তর থেকে। রাজস্থানে অরুণা রায়-এর নেতৃত্বে মজদুর কিষান শক্তি সংগঠন (MKSS) এই আন্দোলনকে গতি দেয়। উন্নয়নের সুফল তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দেওয়া এবং গ্রামীণ জনসাধারণকে

নিজের ক্ষমতায়নের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য শ্রীমতি রায় সর্বভারতীয় কৃত্যক থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন এবং নীতি গ্রহণ ও প্রয়োগে মানুষের অংশগ্রহণকে কার্যকরী করার জন্য তথ্যের অধিকারের সপক্ষে সওয়াল করেন। অতঃপর রাজস্থানে তথ্যের অধিকার আইনি স্বীকৃতি পায় এবং এই সূত্র ধরে অন্য নয়টি রাজ্যও এই অধিকারকে আইনি স্বীকৃতি দেয়। ১৯৯৭ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে যে রাজ্যগুলি তথ্যের অধিকারকে আইনি স্বীকৃতি দিয়েছিল, সেখানে মুখ্য ত্রুটি ছিল এই যে, এগুলি সরকারি ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করেই প্রস্তুত হয়েছিল এবং এখানে প্রশাসনিক অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতির জন্য কোনো শাস্তির সুপারিশ ছিল না। ১৯৯৭ সালে Institute of Rural Development, Hyderabad আরো একটি খসড়া বিল প্রস্তুত করে, যা বিতর্ক উদ্রেক করে। ২০০০ সালে NDA সরকার Freedom of Information Bill পার্লামেন্টে পেশ করে। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী একে 'empower the weakest'-এর লক্ষ্যের দ্বারা সমৃদ্ধ বলে উল্লেখ করেন। ২০০২ সালে Freedom of Information Act প্রণীত হয়, কিন্তু এর অভ্যন্তরীণ ত্রুটির জন্য আইনটি কার্যকরী হয়নি। ২০০২ সালের আগস্ট মাসে NCPRI এই আইনের কয়েকটি সংশোধনের প্রস্তাব করে এবং এই প্রস্তাবগুলি শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধির নেতৃত্বাধীন Advisory Council-এর কাছে পেশ করে, যাতে ২০০২ সালের Freedom of Information Actটি শক্তিশালী হয়। এরপর UPA সরকারের উদ্যোগে Right to Information Bill পার্লামেন্টে ২২ ডিসেম্বর, ২০০৪ সালে উপস্থাপিত হয়। ১২ অক্টোবর, ২০০৫ সালে Right of Information Act প্রণীত হয়।

এই আইনে একটি Central Information Commission এবং প্রত্যেক রাজ্যে State Information Commission গঠনের কথা বলা হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তোলা ও গণতন্ত্রের প্রকৃত বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। প্রত্যেক প্রশাসনিক এককে বা দপ্তরে তথ্য সরবরাহ করার জন্য 'সরকারি তথ্য আধিকারিক' (Public Information Offier বা PIO) নিয়োগের ব্যবস্থা এই আইনে নির্দিষ্ট হয়। নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে আবেদন গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে PIO তথ্য জানাতে বাধ্য থাকবেন, এর অন্যথায় PIO-এর বিরুদ্ধে আপিল আবেদন করা যেতে পারে। এই আইনে তথ্যের অধিকারকে যেমন মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দেওয়া হয়, তেমনি এর সীমাবদ্ধতাগুলিও সুনির্দিষ্ট করা হয়। যে সকল ক্ষেত্রে নাগরিক তথ্য নাও জানতে পারে তা হল ঃ

- ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতি সংক্রান্ত বিষয়াদি ;

- ভারতের নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, কৌশলগত, অর্থনৈতিক বা বৈজ্ঞানিক স্বার্থ সম্বলিত বিষয়াদি ;
- ভারতের বিদেশনীতির পরিচালন সংক্রান্ত বিষয়াদি ;
- যে বিষয় অপরাধ প্রবণতা বা আদালত অবমাননার কারণ হতে পারে ;
- ব্যবসায়িক গোপনীয়তা বা বৌদ্ধিক গোপনীয়তা ;
- ব্যক্তির নিরাপত্তা প্রভৃতি।

বর্তমান RTI Act, অনুযায়ী প্রত্যেক সরকারি কর্তৃপক্ষ তার দপ্তরের সংগঠন, কাজ, দায়িত্ব, আধিকারিকদের ভূমিকা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, আয়-ব্যয়ের হিসাব নাগরিক সমক্ষে পেশ করতে বাধ্য থাকবে। সাধারণভাবে আইনসভায় যে সকল বিষয় উত্থাপিত হতে পারে বা আলোচিত হতে পারে, তা নাগরিকও প্রয়োজন মনে করলে জানতে চাইতে পারে।

এই আইন অনুসারে যে Central Information Commission-এর কথা বলা হয়েছে, তার প্রধান, তথা মুখ্য তথ্য কমিশনার বিচারকের পদমর্যাদাসম্পন্ন হবেন। রাজ্য তথ্য কমিশনার রাজ্য মুখ্য সচিবের পদমর্যাদা সম্পন্ন হবেন। এই কমিশনগুলির দেওয়ানি আদালতের মতো অবস্থান হবে। এই আলোচনা থেকে কয়েকটি ত্রুটির ওপরে আলোকপাত করা যেতে পারে—

১. এই কমিশনগুলির আমলাতান্ত্রিক সংগঠন ;
২. জনপ্রতিনিধিত্বের কোনো উল্লেখ না থাকা ;
৩. এই কমিশন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস প্রায় অনুচ্চারিত ;
৪. বিভিন্ন রাজ্যে কমিশনের আধিকারিক নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব এই আইনের ওপর যে সীমাবদ্ধতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তা হল নিয়োগ সংক্রান্ত প্রশ্নে অরাজনৈতিক ও অ-আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট না থাকা।

(CIC) Central Information Commission ২০০৮ সালে এই সিদ্ধান্ত জানায় যে (*The Statesman*, 27.10.2008) ক্যাবিনেট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পরে প্রশাসন সংক্রান্ত সকল কাগজ প্রকাশযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্ট পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পরীক্ষা নিয়ামক ও রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনকে নির্দেশ দেয়, পরীক্ষার্থী চাইলে তারা পরীক্ষিত পত্র দেখাতে বাধ্য থাকবেন। CIC নির্দেশ দেয় যে, প্রত্যেক সরকারি অধিকর্তা ও কর্মী স্বচ্ছতা আইন অনুযায়ী তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে বাধ্য থাকবেন। সম্প্রতি কিছু সাংসদ RTI-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দাবি করেন যে, সাংসদদের সম্পত্তি সম্বন্ধে তথ্য জানতে চাইলে তার জন্য উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হবে এবং অধ্যক্ষ বিষয়টি Privilege Committee-এর কাছে পেশ করবেন। অন্যদিকে CIC Association of

Democratic Rights-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সকল রাজনৈতিক দলকে নির্দেশ দিয়েছে যে, তারা যেন তাদের আয়কর রিটার্ন প্রকাশ করে। পার্লামেন্টের Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice স্পষ্ট ভাষায় জানায় যে, তথ্য আইন সকল সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, এমনকি বিচার বিভাগের ক্ষেত্রেও প্রয়োগযোগ্য, কারণ তারা 'Public authorities' ; স্পিকারও এই ব্যাখ্যায় সহমত জানিয়েছেন (*Times of India*, Editorial, 07.04.2008) এবং *Times of India*, 30.4.2008)-২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ সালে *Times of India*-য় প্রকাশিত হয় যে, সুপ্রিমকোর্টের বিচারকার্য ও তাদের সম্পত্তির বিবরণ বিচারপতিগণ জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন।

উপরিউক্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সকল তথ্য সকল নাগরিকের কাছে এখনও সহজলভ্য নয়। জনগণের শিক্ষার প্রসার, সচেতনতার জাগরণ, রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক ও গণতান্ত্রিক পরিবর্তন তথ্যের অধিকারের তাৎপর্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং একমাত্র সেক্ষেত্রেই অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র ও স্বচ্ছ প্রশাসনের চাহিদা পূরণ হবে।

বৈদ্যুতিন সরকারের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থাকে সরলীকৃত করে স্বচ্ছ প্রশাসন সুনিশ্চিত করতে পারে। ক্রেতা স্বার্থ সুরক্ষা, কর সংগ্রহ ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ব্যবহারের সাফল্য বৈদ্যুতিন সরকারের সম্ভাবনার দিকটিকে উজ্জ্বল করে। তবে প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত নাগরিক এবং সদিচ্ছা সম্পন্ন সরকার এর সাফল্যের পূর্বশর্ত।